

## অস্বাভাবিক ডাবনা - ৩

সংশয়-ই বিজ্ঞানের অগ্রযাত্রার একমাত্র চাবিকাঠি। However, there is no short-cut way in science! It does progress step-by-step. It does evolve little-by-little!

মুসলিমরা কোরান ছেঁরে হাদিসের মধ্যে কিভাবে বুঁদ হয়ে আছে তার সামান্য কিছু নমুনা আগের দু'লেখাতে দিয়েছি। বন্ধু, আরেকটি নমুনা দ্যাখ। প্রায় সকল ধর্মপ্রাণ মুসলিমই মনে প্রাণে বিশ্বাস করে যে এ্যালকোহল সম্পূর্ণ হারাম! অথচ, কোরানের কোথাও এ্যালকোহল হারামের কথা লিখা নেই! তাহলে কি লিখা আছে? এ্যালকোহলের উপর নীচের ভাস্কর্য দ্যাখ। কোন সুস্থ্য মস্তিস্কের মানুষই বলবে না যে এখানে এ্যালকোহলকে হারাম করা হয়েছে। ভাস্কর্য তিনটি থেকে খুবই পরিষ্কার একটা আইডিয়া পাওয়া যায় যে, এ্যালকোহল মানুষের জন্য ক্ষতিকর এবং এ থেকে এড়িয়ে চলাই উত্তম তবে সামান্য উপকারিতাও আছে। ডাক্তাররাও একই কথা বলে। অর্থাৎ, *একটা ফ্লেস্কিবিলিটি রেখে দেওয়া হয়েছে।* এই ভাস্কর্য অনুযায়ী কেহ ইচ্ছে করলে মডারেট এ্যামাউন্ট এ্যালকোহল খেতে পারে ফিজিক্যালী ফিট থাকার জন্য।

**16.67. YUSUFALI:** And from the fruit of the date-palm and the vine, ye get out wholesome drink and food: behold, in this also is a sign for those who are wise.

**2.219. YUSUFALI:** They ask thee concerning wine and gambling. Say: "**In them is great sin, and some profit, for men; but the sin is greater than the profit.**" They ask thee how much they are to spend; Say: "What is beyond your needs." Thus doth Allah Make clear to you His Signs: In order that ye may consider-

**5.90. YUSUFALI:** O ye who believe! **Intoxicants and gambling, (dedication of) stones, and (divination by) arrows, are an abomination, - of Satan's handwork: eschew such (abomination),** which ye may prosper.

শোন বন্ধু, বলা হয় যে ইসলাম ধর্ম নাকি 'পাঁচটি খাম্বার' উপর দাড়িয়ে আছে! পাঁচের কমও নয় আবার বেশীও নয় এক্কেবারে 'পাঁচ'। যেমন, চার ওয়াক্তও নয় আবার ছয় ওয়াক্তও নয়, এক্কেবারে সই সই 'পাঁচ' ওয়াক্ত নামাজ! এই 'পাঁচ' সংখ্যার বাহরী ব্যবহার আসলো কোথা থেকে কে জানে! কোরানে কিন্তু উপরোক্ত দুটি বিষয়েই স্টিক কোন রুল নেই, তার মানে ফ্লেস্কিবিলিটি রেখে দেওয়া হয়েছে। আমার জানা মতে কোরানে 'পাঁচ খাম্বা' বলে স্পেসিফিক কিছু নেই। এই 'পাঁচ খাম্বা' কবে কে কিভাবে আবিষ্কার করেছে কে জানে! কেহ ক্লেয়ারিফাই করে দিলে বাধিত হব। আমি কমনসেন্স এ্যাপ্লায় করে দেখলাম ইসলাম ধর্ম মূলতঃ দুটি খাম্বার উপর প্রতিষ্ঠিত। একটি হচ্ছে ইহজগতের (Real life) খাম্বা, অপরটি হচ্ছে পরজগতের (Virtual life) খাম্বা।

ভাস্কর্য 3.85 এর উপর ব্যাসিস করে ইহজগতের খাম্বা হওয়া উচিত - Peace। Islam - শব্দের লিটারাল অর্থও হচ্ছে Peace। ইহজগতের একমাত্র খাম্বা হওয়া উচিত এইটাই (শান্তি-Peace)। যে শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য মানবতাবাদীরা আজ নিজেদের আরাম-আয়েশ পরিত্যাগ করে নিরলস পরিশ্রম করে যাচ্ছেন।

**3.85. SHAKIR:** And whoever desires a religion other than Islam, it shall not be accepted from him, and in the hereafter he shall be one of the losers.

**YUSUFALI:** If anyone desires a religion other than Islam, never will it be accepted of him; and in the Hereafter He will be in the ranks of those who have lost.

এখন ভাৰ্স 3.85 অনুযায়ী ভেবে দ্যাখ নীচের লোকগুলো মুসলিম হওয়ার যোগ্যতা রাখে কি নাঃ

আয়াতুল্লাহ খোমেনী, মাওলানা মওদুদী, মতিউর রহমান নিজামী, দেলোয়ার হোসেন সাইদী, ফজলুল হক আমিনী, আটরশী, গোলাম আযম, শায়খ আবদুর রহমান, ‘বাংলা ভাই’, বিন লাদেন, সাদ্দাম হোসেইন, অল্ টেরিস্ট, অল্ সুইসাইড বোম্বার, অল্ ঘুষখোর, অল্ ইভিল পলিটিশিয়ান, অল্ ধর্মব্যবসায়ী, ....., এরা সৰ্ব্বায় একবাক্যে সমাজে অশান্তি সৃষ্টিকারী।

আর পরজগত বলে যদি কিছু থেকে থাকে (Who knows?) সেই জগতের খাম্বা হবে ভাৰ্স 4.48 এর উপর ব্যাসিস করে ‘এক ক্রিয়েটরে বিশ্বাস (There is no god but God)’।

**4.48. YUSUFALI:** Allah forgiveth not that partners should be set up with Him; but He forgiveth anything else, to whom He pleaseth; to set up partners with Allah is to devise a sin Most heinous indeed.

এই ভাৰ্স অনুযায়ী কিন্তু প্রচলিত ‘সাহাদা’ (There is no god but Allah, and Prophet Muhammad is His messenger) দ্বারা প্রফেট মুহাম্মদকে আল্লাহর সাথে পার্টনার করা হয়েছে! আমার জানা মতে কোরানে এরকম কোন ‘সাহাদা’ নেই। কারো জানা থাকলে ভাৰ্স পয়েন্ট আউট করে দিলে বাধিত হবো।

একটা কথা স্মরণ রাখবি আর সেটা হচ্ছে ভাৰ্স 3.85 ইহজগতের (Real life) জন্য আর ভাৰ্স 4.48 হচ্ছে পরজগতের (Virtual life) জন্য। কিভাবে বুঝলাম? ওয়েল, কমনসেন্স এ্যাপ্লায় করে। তুইও ভেবে দ্যাখ। আর আমি কিন্তু Virtual life নিয়ে মাথা ঘামাই না।

এর পর হয়তো খাম্বা ইচ্ছেমত বাড়ানো যেতে পারে। যেমন, সূরা 107 অনুযায়ী তৃতীয় খাম্বা হইতে পারে ‘এতিমের সাথে ভালো ব্যবহার করা’ এবং ‘গরীব প্রতিবেশীকে সাহায্য করা’।

Do you know who really rejects the faith?

That is the one who mistreats the orphans.

And does not advocate the feeding of the poor.

And refuse (to supply) (even) neighbourly needs.

উপরের তিনটি কন্ডিশন (খাম্বা) ফুলফিল না করলে যে যতই নামাজ-রোযা-হজ্জ নিয়ে মাতামাতি করুক না কেন ... যে যতই টুপি-দাড়ি-জুবা-আলখিল্লাহ-তছবিহ নিয়ে পড়ে থাকুক না কেন ... এসব কোন কাজেই আসবে না! তাছারা কে মুসলিম আর কে মুসলিম নয় ... শুধুমাত্র অনুমান করা ছাড়া কারো বাপের সাধ্য নেই এ্যাবসলিউটলি জানার।

ভার্স 5.32 অনুযায়ী চতুর্থ খাম্বা হইতে পারে ‘মানুষ হত্যা না করা’।

**5.32. YUSUFALI:** On that account: We ordained for the Children of Israel that if any one slew a person - unless it be for murder or for spreading mischief in the land - it would be as if he slew the whole people: and if any one saved a life, it would be as if he saved the life of the whole people. Then although there came to them Our messengers with clear signs, yet, even after that, many of them continued to commit excesses in the land.

চারিটি (Charity) রিলেটেড ভার্সগুলোর উপর ব্যাসিস করে পঞ্চম খাম্বা বানানো যেতে পারে।

এর পর হয়তো রোযা-নামাজ-হজ্জ ইত্যাদি ব্যক্তিগত রিচুয়ালগুলো আসতে পারে। পাঠক, কিছুক্ষনের জন্য হলেও প্রচলিত বিশ্বাস, রিচুয়াল, হ্যাট্টেড মাথা থেকে সরিয়ে ওপেন মাইন্ডে অনেস্টলি চিন্তা করুন ... এবং ভেবে দেখুন উপরে উল্লেখিত খাম্বাগুলি নামাজ-রোযা-হজ্জের চেয়ে উত্তম কিনা। আই মিন, প্রচলিত নামাজ-রোযা-হজ্জকে প্রথম পাঁচটি খাম্বার তিনটি দিয়ে রিপ্লেস করা যায় কিনা। তার মানে আমি কিন্তু নামাজ-রোযা-হজ্জকে বাদ দিতে বলছি না! প্রায়োরিটি ব্যাসিসে, সময়ের সাথে সামঞ্জস্য রেখে, অর্ডার চেঞ্জ করতে বলছি শুধু।

হজ্জযাত্রী ভাই ও বোনেরা, সুদূর সৌদি আরবে যেয়ে ইনভিজিবল শত্রুকে আর পাথর না মেরে আপনারা বরঞ্চ আমাদের দেশের সবগুলো ইভিল পলিটিশিয়ান ও ধর্মব্যবসায়ীদের একত্র করে হাত-পা বেঁধে সারি করে দ্বার করিয়ে রেখে তাদেরকেই পাথর নিক্ষেপ করুন। এরাই প্রকৃত ভিজিবল শয়তান। কেন আপনারা ঘরের পাশেই শত শত ভিজিবল শয়তান রেখে হাজার হাজার মাইল দূরে যাবেন ইনভিজিবল শয়তানকে পাথর মারতে? শয়তানের প্রতীক হিসেবে দ্বার করিয়ে রাখা কংক্রিটের খাম্বাকে পাথর মেরে কিছুই হবে না। বরং আপনারা মনুষ্যরূপী শয়তানদেরকেই খাম্বা হিসেবে ব্যবহার করুন। এতেই বেশী সওয়াব হবে। ধর্মগ্রন্থগুলোতে শয়তানকে কিভাবে ডিফাইন করা আছে জানি না, তবে আমার বিশ্বাস যে সেখানে শয়তানকে মেটাফোর হিসেবে দেখিয়ে মনুষ্যরূপী শয়তানদেরকেই বুঝানো হয়েছে। আপনারা প্রতিজ্ঞা করে আগামী বছর থেকেই এই মহৎ কাজ শুরু করুন, সাধারণ জনগণও আপনাদের ১০০% সাপোর্ট দেবে। দেশে এরকম একটি জোয়ার নিয়ে আসুন। দেখবেন এসব ইভিলরা পালানোর জায়গা পাবে না!

আমার কোন এক লেখাতে বলেছিলাম “*মাঝে মধ্যে মনে হয় আজকের মুসলিমদের ‘ধর্ম-কর্ম’ পালনের ব্যাপারে ‘সিনসিয়ারিটি’ দেখলে নবীজী নিজেই লজ্জা পেতেন!*”। মোটেও আশ্চর্য হওয়ার কিছু নেই। উদাহরণ স্বরূপ, কোরান-হাদিস-বায়োগ্রাফি সবকিছু ঘেঁটে দেখা যায় যে প্রফেট মুহাম্মদ সম্ভবত জীবনে একবার মাত্র হজ্জ করেছেন সেটাও আবার জীবনের একেবারে শেষ প্রান্তে এসে। অথচ, বর্তমান

মুসলিমদের হজ্জ-ওমরার প্রতি আসক্তি দেখুন। ইভিল পলিটিশিয়ান ও ধর্মব্যবসায়ীরা তো হজ্জ-ওমরা নিয়ে ঘৃণ্য এক প্রতিযোগীতায় মেতে উঠেছে! কে কতবার যেতে পারে। কেহ পাঁচ বার, কেহ দশ বার, কেহ বা আবার ফি বছর! শয়তান কি আর এমনি এমনি ক্ষেপে যেয়ে হজ্জযাত্রীদের উপর চড়াও হচ্ছে!

-ইদানিং দেখছি কিছু লোক তোকে নিয়ে কানাঘুসা করছে। আগে তো কেহ এমন করতো না, ব্যাপারটা কি রে?

আরে রাখতো ঐসব সিলি কথাবাত্তা। ওসব কথাতে আমি কান দিই না। ইম্পর্টেন্ট কোন কথা থাকলে বল। তবে তোকে যদি কেহ আমার সম্বন্ধে জিজ্ঞেস করে তাকে আমার নীচের কথাগুলো বলে দিস:

আমি আস্তিক, আমি নাস্তিক, আমি হিন্দু, আমি বৌদ্ধ, আমি শিখ, আমি জিউস, আমি খ্রীষ্টান, আমি প্যাগান, আমি জুরাসট্রিয়ান, আমি কনফিউসিয়ান, আমি বাহায়া, আমি মুসলিম, আমি ..., আমি ..., আমি ..... সর্বোপরি আমি কোনটাই না! এর পরও কেহ যদি উলটা-পালটা কিছু বলে তাকে আমার সাথে ডাইরেক্ট যোগাযোগ করতে বলিস।

-এরকম ভাবে ডিক্লেয়ার, তবুও আবার ওপেন ফোরামে, এর আগে কেহ দিতে পেরেছে কি না জানিনা। তুই এরকম মোরাল পাওয়ার অর্জন করলি কিভাবে? মৌখিকভাবে হইলেও এই পৃথিবীর কয়জন এভাবে ডিক্লেয়ার দিতে পারবে কে জানে। আদৌ কি সম্ভব?

সম্ভব যে সেটা তো তোকে এক্ষুনি দেখিয়েই দিলাম। আর কি প্রমাণ চাস? তবে যতটা কঠিন ভাবছিস ঠিক ততটা কঠিন হয়তো না। আবার সহজও না। কঠিন যে না সেটা তো প্রমাণ করেই দিলাম। আর সহজ কি না সেটা জানার জন্য তোর দু-চার জন বন্ধুকে জিজ্ঞেস করে দেখিস তারা আদৌ পারে কি না। শোন, এরকম একটি ডিক্লেয়ারেশন দিতে মহাজ্ঞানী-মহাজন হওয়ার দরকার নেই। মাত্র কয়েকটি সিম্পল জিনিস দরকার। এই ধর, এ ডোজ অব কমনসেন্স, এ ডোজ অব র‍্যাশনালিটি, এ ডোজ অব মোরালিটি, এ্যান্ড এ ডোজ অব ইন্টেলিজেন্স। ব্যাস ... এটুকুই যথেষ্ট। আর এগুলো তোকে টাকা-পয়সা দিয়ে কিনতেও হবে না। ফর একজাম্পল, কমনসেন্স দিয়ে চিন্তা করে দ্যাখ, প্রত্যেক মানুষই কোন না কোন ভাবে আস্তিক, কোন না কোন ভাবে নাস্তিক, কোন না কোন ভাবে হিন্দু, কোন না কোন ভাবে মুসলিম, কোন না কোন ভাবে খ্রীষ্টান, এ্যান্ড সো অন। এর পরও আমার বিশ্বাস ৯৯.৯৯% মানুষই হয়তো এভাবে ওপেন ফোরামে নিজেকে ডিক্লেয়ার দিতে সংকোচ বোধ করবে, এমনকি মন চাইলেও! এখানেই আর দশজনার সাথে আমার পার্থক্য, আর কিছুই না।

একবার ভেবে দ্যাখ, আগামীকাল থেকে এই পৃথিবীর ৭ বিলিয়ন মানুষের সন্মুখ যদি এভাবে মৌখিকভাবে হলেও ডিক্লেয়ার দিতো ... আমি সিওর ... সঙ্গে সঙ্গে আসমান থেকে স্বর্গ জমিনে নেমে আসতে বাধ্য হইতো! কবি-সাহিত্যিকরা কি আর সাথে বলে গেছেন ‘কোথায় স্বর্গ কোথায় নরক কে বলে তা বহুদূর ... মানুষের মাঝে স্বর্গ-নরক মানুষেরই সুরাসুর।’ তারা কিন্তু স্বর্গ-নরককে তুড়ি মেরে উড়িয়ে দেননি। অনেক চিন্তা-ভাবনা করেই তারা এরকম একটা কথা বলেছেন নিশ্চয়।

শোন বন্ধু, একটা কথা মনে হয় পরিস্কার করে বলা দরকার। আমি ট্র্যাডিশনাল হাদিসকে ইসলাম ধর্ম থেকে বাদ দিতে বলছি এজন্য না যে সবগুলো হাদিস মিথ্যে ... না, তা কিন্তু মোটেও নয় ... বরং আমি ট্র্যাডিশনাল হাদিসকে বাদ দিতে বলছি মূলতঃ দুটি কারণেঃ

- ১। ট্র্যাডিশনাল হাদিস কোনভাবেই ইসলাম ধর্মের ইন্টিগ্র্যাল পার্ট হতে পারে না ... ট্র্যাডিশনাল হাদিসকে ইসলাম ধর্মের মধ্যে গুঁজিয়ে দেওয়া হয়েছে অনেক পরে।
- ২। সুইসাইড বোম্বার ও কল্লাকাটা ফতুয়াবাজদের একমাত্র উৎস হইলো হাদিস (চ্যালেঞ্জ-২)।

-কিন্তু ... কেহ কেহ বলছে কোরানে নাকি হাদিসের মতই বা তার চেয়েও বেশী ভায়োলেন্স/হেটফুল ভাষা আছে। এ ব্যাপারে তোর কি অভিমত?

সো হোয়াট? আরে গর্খব আমার আগের লেখাগুলো থেকে তাহলে কি বুঝলি? আর আমার চ্যালেঞ্জ-২ থেকেই বা কি বুঝলি, হেহ? তোর মাথাটা তো দেখি আস্ত একটা কুমড়া ছাড়া আর কিছুই নয়! আমি সঠিক জানিনা কোরানে হাদিসের চেয়েও বেশী ভায়োলেন্স/হেটফুল ভাষা আছে কি না। তবে কথাটা যে ডাহা মিথ্যা সেটা আমি কিছু কিছু ক্ষেত্রে ইতোমধ্যে প্রমাণ করে দিয়েছি। তুই আগের লেখাগুলো আরেকবার পড়ে নিতে পারিস। শোন, একটা কথা আছে না 'বেল পাকিলে তাতে কাকের কি?' এই কথাটার অর্থ বুঝিস? যেমন ধরঃ

- Witch দের উপর অত্যন্ত অমানবিক ভাষা এখনও বহাল তবিয়ে বাইবেলে থাকা সত্ত্বেও বিগত কয়েকশ বছরে আর একটি মাত্র ডাইনীকেও হত্যার কথা শোনা যায়নি।
- খ্রীষ্টান মুরতাদদের হত্যার কথা বাইবেলে স্পষ্ট করে লিখা থাকা সত্ত্বেও খ্রীষ্টান মোল্লারা মুরতাদদের কল্লাকাটা ফতুয়া দিয়ে আর হত্যা করছে না।
- খ্রীষ্টান মহিলাদের 'চুল ঢাকা' নিয়ে বাইবেলে বেশ কিছু ভাষা থাকা সত্ত্বেও খ্রীষ্টান মহিলাদের জোর করে বোরখা পরানো হচ্ছে না। এরকম আরো অ-নে-ক উদাহরণ দেওয়া যেতে পারে।
- অনুরূপভাবে, কোরানে ভায়োলেন্স/হেটফুল ভাষা থাকলেও তাতে কি যায় আসে??? শুধু কোরান ফলোয়াররা তো আর সুইসাইড বোম্বার বা কল্লাকাটা ফতুয়াবাজ হচ্ছে না। তাছাড়াও, নাস্তিক, হিউম্যানিস্ট, ফ্রি-থিংকারদের মধ্যেও সুইসাইড বোম্বার বা কল্লাকাটা ফতুয়াবাজ খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না।

একজন মানুষের মন থেকে হাদিস অপসারণ করে নেওয়ার পর সে কোরান-অনলি-মুসলিম হউক, বা নাস্তিক হউক, বা আস্তিক হউক, বা হিউম্যানিস্ট হউক, বা ফ্রি-থিংকার হউক, বা এ্যাগনস্টিক হউক, বা যাহাই হউক না কেন সে অন্ততঃ সুইসাইড বোম্বার, জিহাদী বা কল্লাকাটা ফতুয়াবাজ হচ্ছে না। এই যখন অবস্থা, তখন কোরানে কি লিখা আছে না লিখা আছে সেটা নিয়ে কে মাথা ঘামাবে??? এঁয়ে বললাম, বেল পাকিলে তাতে কাকের কি? বন্ধু, না বুঝলে পরিস্কার করে বল!



বলতে পারিস, আমার রিসার্সের আউটকাম হচ্ছে চ্যালেঞ্জ-২। চ্যালেঞ্জ-২ কেহ খন্ডন করতে পারবে কি না জানি না। তবে সারা দুনিয়া খুঁজে কেহ যদি দু-একটি প্রমাণ দ্বারও করায় সেটাও গ্লোবাল স্ট্যাটিসটিক্সের কাছে পাত্তাই পাবে না, কারণ সবগুলো ধর্মের ফলোয়ারদের মধ্যে থেকেই এরকম দু-চারটা বিচ্ছিন্ন উদাহরণ দ্বার করানো যেতে পারে। কেহ কেহ বলছে আমি নাকি ঠিকমত রিসার্স না করেই লিখালিখি করছি। কথাটা ৮০% সত্য। তবে রিসার্স মানে যে শুধুই পড়ালেখা বুঝায়-না সেটা হয়তো তারা ভুলে গেছে! প্রকৃত রিসার্সচাররা টেবিলে বসে পড়ালেখার চেয়ে চিন্তা করে বেশী। এটাই নিয়ম। একগুণ পড়ালেখা করলে তিনগুণ চিন্তা করতে হবে!

যারা হাদিসে বিশ্বাস করে তারা যেমন চ্যালেঞ্জ-২ খন্ডন করতে আসবেনা, পাছে হাদিসে বিশ্বাস হারাইয়া ফেলে এই ভয়ে! আবার যারা সুইসাইড বোম্বার বা কল্লাকাটা ফতুয়াবাজদের জন্য একচেটিয়াভাবে কোরানকে দায়ী করে আসছে এবং গভীরভাবে চিন্তা না করেই কোরানকে আস্ত একটা ‘বিষবৃক্ষ’ বানিয়ে দিয়েছে তারাও এ চ্যালেঞ্জ খন্ডন করতে সাহস পাবে না। আর চেষ্টা করলেও কেহ মুখ ফুটে বলবে না! কারণ একটাই ... মোরালিটির প্রশ্ন ... সত্যকে মেনে নিতে হবে যে! প্রবাদ আছে না ‘ধর্মের কল বাতাসে নড়ে (Truth always reveals sooner or later)’। একটা সত্য মনে হয় দিনের আলোর মত ঝকঝক করছে। দিনের আলোতে কেহ যদি দেখতে না পায় সেটা তার চোখের সমস্যা।

আর কোরানের সাথে সবকিছুর লিংক করে দেওয়ার ব্যাপারে আমি তোকে জনাব অপার্থিব জামানের লেখা থেকে সুন্দর একটা পয়েন্ট তুলে ধরছি। এই ফাঁকে তোকে একটা কথা বলে রাখি। ধর্ম বা প্রচলিত বিশ্বাস নিয়ে যদি সমালোচনা করতেই চাস (সমালোচনার দরকারও আছে) তাহলে জনাব অপার্থিব জামানকে একজন আইডল হিসেবে ফলো করতে পারিস। তার কিছু লেখা পড়লেই বুঝতে পারবি আমি কি বুঝতে চাচ্ছি। যেটা বলছিলাম, ওনি লিখেছেনঃ

“প্রায়ই দেখা যায় ধর্মবাদীরা বিজ্ঞানের সঙ্গে ধর্মকে যুক্ত করে দাবী করেন যে ধর্মের সূত্র ও স্লোকগুলি পাঠ করলেই তার ভেতরে বিজ্ঞানকে পাওয়া যায়। এখানে ধর্মবাদী বলতে ধর্মে বিশ্বাসী বোঝান হচ্ছে না, যারা ধর্মকে পরম সত্য বলে দাবী করেন এবং এই দাবীর সমর্থনে নিজস্ব যুক্তি উদ্ভাবন করেন তাদেরকেই বোঝান হচ্ছে। তাদের দাবী অনুযায়ী বিজ্ঞানের সব আবিষ্কারের কৃতিত্ব ও মৌলিকতার ধর্মেরই প্রাপ্য। এই দাবী অবশ্যই ভ্রান্ত। কেউ যদি কোন কিছু মধ্য বিজ্ঞান দেখতে বদ্ধ পরিকর হন তবে তিনি তাই দেখবেন। কোন এক “ক” একশ বছর আগে কথার ছলে কোন প্রসঙ্গে বলেও থাকতে পারেন যে এ জগতের সবকিছুই আপেক্ষিক। তাই বলে কি আমরা দাবী করতে পারি যে “ক” আইনস্টাইনের আগেই আপেক্ষিকতার তত্ত্ব জানতেন? এর জন্য কি তাকেই মৌলিকতার কৃতিত্ব দেওয়া উচিত? মানুষের বা ধর্মপুস্তকের কোন অস্পষ্ট, ধোঁয়াটে বা দ্ব্যর্থক বক্তব্য বা শ্লোককে যে যার ইচ্ছা মত সুবিধাজনক ব্যাখ্যা বা অর্থারোপ করে বিজ্ঞানের কোন এক সূত্রের সঙ্গে জোর করে মেলাতেই পারেন।”

Source: [http://www.mukto-mona.com/Articles/aparthib/biggan\\_dhormo\\_aparthib.pdf](http://www.mukto-mona.com/Articles/aparthib/biggan_dhormo_aparthib.pdf)

খুবই সত্য কথা। কেহ কেহ যেমন ধর্মগ্রন্থের মধ্যে বিজ্ঞান দেখতে বদ্ধ পরিকর ... তেমনি আবার কেহ কেহ ধর্মগ্রন্থকে বা ফলোয়ারদেরকে ভায়োলেন্ট দেখতেও বদ্ধ পরিকর! শেষের লাইনটি পড়ে দ্যাখ। পৃথিবীতে যত সব অপ্রত্যাশিত ঘটনা ঘটছে তার সবগুলিকেই যারা কোরানের সাথে ইচ্ছেমত লিংক

করে দিচ্ছে তাদের কথাটা একবার ভেবে দ্যাখ কতটা যৌক্তিক। এই ধর, প্রফেট মুহাম্মদের ক্যারিয়েকেচার নিয়ে পাকিস্তান সহ কিছু দেশে যে ভাংচুর-বিশৃংখলা (কারো কারো ভাষায় বাঁদর নাচ) শুরু হয়েছে এর জন্য যারা কোরানকে দায়ী করছে তাদের মতি-গতি একবার ভেবে দ্যাখ, কতটা লজিক্যাল ও বিজ্ঞান-মনস্ক তারা!

যাহোক, আমার এক পাকিস্তানী বন্ধুর দুটি অভাবনীয় কাহিনী শোন। পাকিস্তানী অন্যান্য বন্ধুরা তো বলেই তাছারা আমার কাছেও মনে হয়েছে ‘He is more than just a honest person’। সত্যিই তাই। তার অনেক প্রমাণ পেয়েছি। সে পাকিস্তানে একটি ইউনিভার্সিটির শিক্ষক, অস্ট্রেলিয়া থেকে মাস্টার্স করে এখন ডক্টরেট করছে। অত্যন্ত ধার্মিক। দাড়িও আছে। তার মত ধার্মিক আমি জীবনে দ্বিতীয়টি দেখেছি বলে মনে হয় না। যথেষ্ট স্মার্টও বটে। যাহোক, কোন এক নন-এ্যারাবিক মুসলিম প্রধান দেশে চাকরির জন্য সে এ্যাপ্লায় করবে। কিন্তু হয় বিধি বাম! ... এ্যাপ্লিকেশন ফর্মের উপরে কোন এক জায়গায় নাকি এ্যারাবিকে ‘বিসমিল্লাহ হের রাহমানির রাহিম’ লিখা আছে। ব্যাস ... সে চিন্তায় পড়ে গেছে এই ভেবে যে তার এ্যাপ্লিকেশন যদি রিজেক্ট হয় সেক্ষেত্রে ঐ ফর্ম তারা কি করবে (এ্যাপ্লিকেশন এ্যাকসেপ্ট হইলে হয়তো ফর্মটা আলমিরাতে তুলে রাখবে!)। *ফর্মটা যদি গারবেজে ফেলে দেয় ... তাহলে কি হবে?* এই চিন্তায় নাকি তার কয়েক রাত ঘুম হয় নাই! শেষ পর্যন্ত সে অন্য একজনের স্বরণাপন্ন হয়েছে। সেই লোকটাও তাকে হয়তো ‘সেরকমই’ পরামর্শ দিয়েছে, আফটার অল তিনিও বেশ ধার্মিক! অবশেষে অনেক ভেবে-চিন্তে সে সম্ভবত ঐখানে এ্যাপ্লায়-ই করে নি!

নতুন একটি দেশে গিয়েছে ফলে স্বাভাবিকভাবে দিক ভুল হতেই পারে। নামাজের দিক ঠিক করার জন্য সে একটা কম্পাস সাথে নিয়েছে। কিন্তু কম্পাসের দিকের সাথে নাকি তার কমনসেন্সের দিক সামান্য হেরফের হয়েছে। সে ঐ কম্পাসকে বিশ্বাস না করে আরেকটি কম্পাস কিনেছে। মজার ব্যাপার হচ্ছে, এবার দুই কম্পাসের মধ্যে নাকি আবার সামান্য (৪/৫ ডিগ্রী) পার্থক্য দেখা দিয়েছে। মনে রাখবি, মাত্র ৪/৫ ডিগ্রী পার্থক্য, যেটা খালি চোখে ধরা প্রায় অসম্ভব! এ অবস্থায় সে কম্পাস ম্যানুফ্যাকচারিং কম্পানীর উপর মনঃক্ষুণ্ণ! তার আরো বেশ কিছু মজার কাহিনী আছে। এই হইলো একজন অত্যন্ত স্মার্ট, ইন্টেলিজেন্ট, ডক্টরেট হোল্ডারের কাহিনী! অথচ, দুটো বিষয়ের সামান্যতমও কোরানে আছে কি না সন্দেহ! সাধারণ মানুষদের অবস্থা একবার ভেবে দ্যাখ!

আগেই বলেছি, আস্তিক/নাস্তিক বলতে যদি ক্রিয়েটরের অস্তিত্ব/অনস্তিত্ব বিশ্বাস বুঝায়, সেক্ষেত্রে ‘এ্যাবসলিউট আস্তিক’ বলে যেমন কিছু নেই ঠিক তেমনি আবার ‘এ্যাবসলিউট নাস্তিক’ বলেও কিছু থাকার কথা নয়। এ যেন দুটো ইমপসিবিলিটি স্টেট। যারা ক্রিয়েটরে বিশ্বাস করে তাদের পক্ষে যেমন ক্রিয়েটরকে ধরে নিয়ে এসে আমাদের সাথে পরিচয় করিয়ে দেওয়া অসম্ভব, ঠিক তেমনি আবার যারা ক্রিয়েটরে অবিশ্বাস করে তাদের পক্ষেও এক্সপেরিমেণ্ট করে ক্রিয়েটরের অনস্তিত্ব প্রমাণ করা অসম্ভব! কারণ, প্রকৃতপক্ষেই যদি কোন ক্রিয়েটর না থাকে সেক্ষেত্রে মানুষ তার অনস্তিত্ব আবার প্রমাণ করবে কিভাবে? আবার, ক্রিয়েটর যদি প্রকৃতপক্ষে থেকেও থাকে এবং তিনি যদি মানুষের চেয়ে অনেক বেশী পাওয়ারফুল হয়, সেক্ষেত্রেও মানুষের পক্ষে সার্চ করে তাকে ধরা অসম্ভব যদি না ক্রিয়েটর স্ব-ইচ্ছায় ধরা দেয়! ফলে ডিবেট করে ক্রিয়েটরের অস্তিত্ব/অনস্তিত্ব প্রমাণ করতে যাওয়া সোনার পাথর বাটির মতই অবাস্তব শুনায়। *আস্তিক vs. নাস্তিক ডিবেটে আস্তিক জিতে যাওয়া যেমন কোনভাবেই ক্রিয়েটরের*

অস্তিত্ব প্রমাণ করে না, ঠিক তেমনি আবার নাস্তিক জিতে যাওয়াও কোনভাবেই ক্রিয়েটরের অনস্তিত্ব প্রমাণ করে না। ডিবেটে জিতে গেলে ব্যক্তিগত একটা স্যাটিসফ্যাকশন আসতে পারে মাত্র। লজিক দিয়ে ক্রিয়েটরকে যেমন নাই করে দেওয়া সম্ভব নয় তেমনি আবার আছে প্রমাণ করাও সম্ভব নয়। এ শুধুই ব্যক্তিগত বিশ্বাস-অবিশ্বাসের ব্যাপার। সহজ সরল ভাষায় ব্যাপারটা এভাবে বলা যায়ঃ

**ক্রিয়েটর থেকে থাকলে আছে, না থেকে থাকলে নাই!**

মানুষের পক্ষে কোন কালেই এ্যাবসলিউট উত্তর খুঁজে পাওয়া সম্ভব হবে না। সিম্পলি ইমপসিবল।

‘বৃক্ষ তোমার নাম কি - ফলে পরিচয়’ - এই প্রবাদটিকে ধর্মগ্রন্থ ও তার ফলোয়ারদের নিয়ে এ্যানালজি টানা যুক্তিসঙ্গত নয় বলে আমি মনে করি। কারণ, একটি আপেল গাছে নিশ্চয় টক, মিষ্টি, ঝাল, তেতো ইত্যাদি স্বাদের আপেল ধরে না। কোন নির্দিষ্ট আপেল গাছের সবগুলো আপেলের স্বাদ মোটামুটি ইউনিফর্ম হয়। একটি গাছের আপেল সেই গাছের ন্যাচার দ্বারা ডিটারমাইন্ড। আপেলের সাথে সেই গাছের আত্মার সম্পর্ক থাকে, অর্থাৎ আপেল এবং গাছ দু’টো ইনডিপেন্ডেন্ট সত্তা নয়। কিন্তু ধর্মগ্রন্থগুলোর ফলোয়ারদের ক্ষেত্রে দেখা যায় যে একটি ধর্মের ফলোয়ারদের মধ্যেই শান্তিবাদী, মধ্যমবাদী, উগ্রবাদী ইত্যাদির সংমিশ্রণ থাকে! এখানে যেন সেই গ্রন্থের কিছুই করার নেই! গ্রন্থটার সাথে তার ফলোয়ারদের কোনরকম আত্মিক বা ন্যাচারাল সম্পর্কও নেই। বরঞ্চ ধর্মগ্রন্থকে কিছুটা সূর্যের সাথে তুলনা করা বেশী যুক্তিসঙ্গত বলে আমি মনে করি। সূর্যের আলো যেমন মানুষের প্রভূত উপকারে আসে তেমনি আবার তার অতি বেগুনি রশ্মি মানুষের বিভিন্ন ক্ষতি সাধনও করে। *সূর্যের অতি বেগুনি রশ্মি মানুষের ক্ষতি সাধন করে বলে কেহ যদি সূর্যের ইর্যাডিকেশন দাবি করে বসে তাহলে কেমন গুনাবে!* এখন কেহ যদি জোর করে কাউকে সূর্যের দিকে তাকিয়ে থাকতে বাধ্য করে তার চোখের ক্ষতি সাধন করে সেক্ষেত্রে দোষটা তো আর সূর্যের নয় ... নিশ্চিতভাবে দোষটা বর্তাবে ঐ জবরদস্তকারীর উপর ... নয় কি?

অনুরূপভাবে, পারমাণবিক বোমা, রাসায়নিক আস্ত্র, জঙ্গি বিমান, মেশিনগান, রাইফেল, পিস্তল, চাকু, ইত্যাদি দ্বারা হর-হামেশাই মানুষ হত্যা করা হইলেও কেহই কিন্তু এগুলির ইর্যাডিকেশন দাবি করছে না! কি দরকার বাপু সবার ঘরে-ঘরে দু-চারটা করে চাকু/পিস্তল রাখা যেগুলি দিয়ে সহজেই মানুষ হত্যা করা যায়? কাগজের তৈরী পুস্তক (ধর্মগ্রন্থ) দিয়ে আর যাই হোক অন্ততঃ সরাসরি মানুষ খুন করা যায় না, তাই না? তার মানে আমি কোনভাবেই বলছি না যে ধর্মগ্রন্থগুলো একেবারে ধোয়া তুলসি পাতা। বাস্তব জগতে (Real life) পারফেক্ট বলে তো কিছু নেই। *কিন্তু সবকিছুর জন্য অন্ধভাবে/একচেটিয়াভাবে কাগজের তৈরী ধর্মগ্রন্থকে দায়ী করতে যেয়ে প্রকৃত সমস্যা যে আড়ালেই থেকে যাচ্ছে বা সমাজের ইভিলরা যে পার পেয়ে যাচ্ছে সে খবর কে রাখবে?*

ধন্যবাদ।

রায়হান

ahumanb@yahoo.com

**Part-1:** [http://www.shodalap.com/R\\_thinking1.pdf](http://www.shodalap.com/R_thinking1.pdf)

**Part-2:** [http://www.shodalap.com/R\\_thinking2.pdf](http://www.shodalap.com/R_thinking2.pdf)